দৈনিক সংবাদ

42

21 JUN 1987

তারিখ 21 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

৬ই আষাঢ়, ১৩৯৪ বাং

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রবেতন বৃদ্ধি হচ্ছে না

গত শুক্রবার এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয়: জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত ১৯৮৭-৮৮ বাজেটে বিভিন্ন স্তরের সরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রদের মাসিক বেতনের হার বৃদ্ধি করার প্রস্তাবের কারণে কোন কোন মহলে ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস চলতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় সকলের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করার কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। সরকারী স্কুল ও সরকারী কলেজে প্রচলিত বেতনের হার যথাক্রমে ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সন হতে অপরিবর্তিত রয়েছে। আর সরকারী মাদ্রাসায় নাম মাত্র বেতনের হার ১৯৩১ সন হতে অপরিবর্তিত।

উল্লেখ্য, প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে মোট কলেজের শতকরা প্রায় ২১ ভাগ কলেজ সরকারী এবং শতকরা প্রায় ৭৯ ভাগ বেসরকারী। মাধ্যমিক স্কুলসমূহের শতকরা মাত্র ২'৩৭ ভাগ সরকার পরিচালিত, আর সরকারী মাদ্রাসার সংখ্যা মাত্র দু'টি। মোট কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৩৩ ভাগ সরকারী ও অবশিষ্ট ৬৭ শতাংশ বেসরকারী কলেজের ছাত্র। মোট মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ৫ শতাংশ সরকারী এবং অবশিষ্ট ৯৫ শতাংশ বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, যদিও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্রবেতন ও অন্যান্য ফিস নির্ধারণের এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা পরিষদের হাতে ন্যস্ত তবুও এখন হতে ছাত্র বেতন বা অন্যান্য ফিস সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে বৃদ্ধি না করার জন্য সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

এই প্রসংগে আরো উল্লেখ্য, সরকারের জানা মতে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রস্তাবিত ছাত্রবেতনের বর্ধিত হার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায়, এমন কি এতদঞ্চলের বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ছাত্রবেতন হারের তুলনায় এখনও অনেক কম।